গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

অক্টোবর ২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৫.১০.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৭.০৮.১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।	সভাপতি জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনাসহ রেলওয়ে ভূমির সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি রেলওয়ের একটি নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)/(পশ্চিম) সভায় অবহিত করেন যে, সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৫.৭৮ একর ভূমি ও পশ্চিম অঞ্চলে ৪.৪৬ একর ভূমি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে ২টি বিলবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে কোন বিলবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়নি। তবে উভয় অঞ্চলের চীফ এস্টেট অফিসারের নিকট হতে জানা যায় যে, উচ্ছেদ খাতে কম অর্থ বরাদ্দ থাকায় উচ্ছেদ কার্যক্রম যথাযথভাবে করা যাচ্ছে না। সভাপতি চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ের জমির অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।	(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা করে উচ্ছেদ করতে হবে এবং উচ্ছেদের পর ধ্বংসকৃত স্থাপনাসমূহের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (৪) সকল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করে স্টেশন সংলগ্ন	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ। ৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সভাপতি সভায় আরো জানান যে, দেখা গেছে প্রতিটি রেল স্টেশনের সামনের চত্বরে অনেক অবৈধ দোকান রয়েছে যাতে যাত্রীদের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এগুলো তালিকা করে অবিলম্বে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশের অবৈধ স্থাপনাসহ সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। (২) জুন/২০১৫ হতে অদ্যাবধি রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপিত পূর্বাঞ্চলে ২৩টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১৩টি সর্বমোট ৩৬টি বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। তবে খুলনায় ২টি বিলবোর্ড মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এবং বগুড়ায় ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে স্থাপিত ৩টি বিলবোর্ড জন নিরাপত্তার কারণে অপসারণ করা যাচ্ছে না। রেলভূমিতে অবৈধভাবে বিলবোর্ড স্থাপনকারীগণ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় এবং যন্ত্রপাতির অপ্রাপ্যতার কারণে বিলবোর্ড অপসারণে বিলম্ব হচ্ছে।	জায়গায় কতটি দোকান বৈধ এবং কতটি দোকান অবৈধ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, শনাক্ত করে প্রতিবেদন/তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (৫) আগামী সভায় স্টেশনের দোকান বরাদ্দের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। (৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন।	
৪.২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার মোট সংখ্যা ১৬৮টি। সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে ০১টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ০৮টি মামলা দায়ের হয়েছে। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৪টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৩টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭১টি। সেপ্টেম্বর ২০১৫ মাসে আদায়কৃত মোট টাকার পরিমাণ ৩,১৭,৬৮২/- টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৯০,০০০/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ২,২৭,৬৮২/-	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৫৩,১৬,৬৭১/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ=১০,৪১,৯৬,৮৬৪/- টাকা। কদমতলী আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে ১৬.০৯.২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে । সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারি ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (এপ্রিল/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫) এর আদায় মাসওয়ারী আদায়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। (৩) বাদী, দি বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রয় এবং দখল হস্তান্তরের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান	সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে। (৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ এর ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক গত ১৩.০১.২০১৫ তারিখে ৬ (ছয়) মাসের জন্য সমস্ত নির্মাণ কাজসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪) আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ০৮.০৫.২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পৃথকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।		
৪.৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি আরো পর্যালোচনার জন্য স্টেক হোল্ডারদের নিকট প্রেরণপূর্বক ২.৭.২০১৫ তারিখে মতামত চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৮.১০.২০১৫ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর নিকট হতে মতামত পাওয়া গেছে যা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালায় সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করতঃ তা অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর ১৯.০১.২০১৫ তারিখে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। ডি.ও পত্রের বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ০৭.০৯.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ	(২) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অক্টোবর, ২০১৫ মাসের মধ্যে ২০০৫ সালের ৩০ জুনের পূর্বের ও ০১ জুলাই ২০০৫ এর পর হতে হালনাগাদ পর্যন্ত বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়; (খ) ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবি প্রেরণ করার পর তা পরিশোধের বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) উভয় অঞ্চলের চীফ এস্টেট অফিসার ও ডিভিশনাল এস্টেট অফিসার কর্তৃক নভেম্বর, ২০১৫ মাসের মধ্যে প্রকৃত ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য স্থানীয় এসি (ল্যান্ড) অফিস হতে সংগ্রহ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। ডিজি, বিআর জানান যে, (২) ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পর হতে হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবি ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্যাদি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বকেয়াসহ হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা করে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।	করতে হবে।	রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরির প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২৬.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের নিকট হতে যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তবে সিইও/পূর্ব জানিয়েছেন যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনার সময় যথেষ্ট অমিল পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (ভূমি) শেলটেক কর্তৃপক্ষের সাথে ফোনে আলাপ করেন। শেলটেক হতে সঠিক তথ্যাদি অবিলম্বে জমা দেয়া হবে মর্মে জানানো হয়েছে। সভাপতি পূর্বাঞ্চলের ড্রাফ্ট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী ১৫.১১.২০১৫ এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ১৫.১১.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে । ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।
৪.৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি।	যুগ্ম-সচিব(ভূমি) জানান যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অনুকূলে দ্রুত ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ২২.৭.২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহপূর্বক সে আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করেতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		যায়নি। কার্যবিবরণী পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করা হচ্ছে।		
		(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ		
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (৩) এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগের অগ্রগতি জানানোর জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নব-নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। (৪) নব-নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৮	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৬৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র ২১.১০.২০১৫ তারিখে শাখায় পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যায়ে পদ সৃজনের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রণয় করতে হবে।	এ বিষয়ে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৯	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সভপতি এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারিদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন),

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১০	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪.০৩.২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬.০৪.২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯.০৪.২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫ ।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ৪.১১(১) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদিঃ সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬১০টি। সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ০২টি। সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬০৯টি । ● সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,০৯৩টি ● অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২০টি ● খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি ● নিষ্পত্তিকৃত- ০১টি ● নতুন আপত্তির সংখ্যা- ২০টি ডিজি, বিআর জানান যে, এ দপ্তর থেকে ইতোপূর্বে পত্র নং-মপ/অহি/বিধি/সমন্বয় সভা/২০০৬(৩)-৩৩৮ তারিখ ২৮.৭.২০১৫ এর মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৫.০৮.১৫ হতে ১৮.১০.১৫	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		তারিখ পর্যন্ত ১৩ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অডিট রিপোর্টভুক্ত সাল ভিত্তিক অনালোচিত আপত্তি সমূহের উপর গত ১৪.১০. ২০১৫ তারিখে একটি ত্রি পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৭.১০.১৫ তারিখে আরেকটি ত্রি-পক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারিত আছে।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৪.১২	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	উপসচিব (অডিট) জানান যে, জুন/২০১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর "খ" এর ৪.১২(২) নং সিদ্ধান্ত জুন/১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর "খ" এর ৪.১২(২)নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩টি(তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত: এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি,বিআর'কে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। আগস্ট/২০১৫ মাসের জের ৫টি, সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে নতুন কেইস ৩টি এবং নিষ্পত্তি ২টি। সেপ্টেম্বর/২০১৫ এর জের ৬টি।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৩	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৯টি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় ০৮টি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪১টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০৮টি, অনিষ্পন্ন বিভাগীয়	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মামলার মোট সংখ্যা ৪৯টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৮টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আগস্টের/২০১৫ মাসের জের ৩৭৮ টি, সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৫টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৪৩টি। সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসের জের ৩৩৫ টি। (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।		
৪.১৪	পরিদর্শন।	সভাপতি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাদের অধীনস্থ শাখা নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান। সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে কোন শাখা পরিদর্শন না করায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।	(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৫	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) ওয়েবসাইট আপডেট একটি চলমান প্রক্রিয়া। নিজস্ব জনবল দ্বারা বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটের বিভিন্ন মেনুতে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হচ্ছে।	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে Video Conferencing, Website সংযোগ Wifi সংযোগ, LIS, CWCS-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ, স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য ১৮.০৬.২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Computer Network System (CNS)- এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী ডিসেম্বর/১৫ নাগাদ রেলভবনে Wifi সংযোগ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। (৩) e-filing system এর ওপর প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ৫ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক প্রোফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।		৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৬	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, জিআরপি জানান যে, রেলওয়ে রেঞ্জ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিযান ও মোবাইল কোর্টের বিবরণী এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মামলার পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন। ডিজি,বিআর জানান যে, (২) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হয়েছে: (ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক। (খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা -সদস্য। (গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য । কমিটির কার্যপরিধিঃ কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্য দিবসের মধ্যে রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কম্যান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মাঝে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও রেলওয়েতে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা অর্পণের জন্য মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। (৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।	সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএসবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। (৫) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৭	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ হচ্ছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে । ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (২৪.১০.২০১৫ পর্যন্ত) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। সভাপতি জানান, যে সমস্ত অভিযোগ লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়, সেগুলোও অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন। (৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রির্পোটে উল্লেখ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৯	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ৯ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করার হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিং এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.২০	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, কে পি আই হিসাবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং মহাপরিচালকের কার্যালয় হতে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২১	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বর্তমানে টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজের জন্য তিনটি স্টেশনের ইন্টারলকিং সিস্টেম এবং আরো তিনটি স্টেশনে ক্রসিং বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনে ৫০টি স্থানে অস্থায়ী গতি নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করা আছে। অপরদিকে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১২০৫ জন স্টেশন মাস্টারের মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে ৫৩৮ জন স্টেশন মাস্টার কর্মরত আছেন এবং ৬৬৭টি পদ শূন্য আছে। ফলে ১৪৪ টি অপারেটিং স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এ কারণে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করা যায় না। স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা সহজসাধ্য হবে। সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে সময়ানুবর্তিতার হার ৮৪%। (২) চলতি বছর মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে যোগে ২৪৯২৯ মেট্রিক টন সার পরিবহণ করে ০১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আয় করা হয়। বর্তমানে সার পরিবহণের কোন চাহিদা নেই। অপর দিকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্যাংক ওয়াগন যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৯৫ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল পরিবহণ করে ৫৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ০৯ হাজার টাকা আয় করা হয়। তবে বর্তমানে জ্বালানি তেল পরিবহণের চাহিদা পাওয়ার সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহণের ব্যবস্থা করা অব্যাহত আছে এবং ভবিষতেও থাকবে।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহনণ নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(৩) চলতি অর্থবছরে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে যোগে ৬৬ হাজার ৯১৭ টিইউস কনটেইনার পরিবাহিত হয়েছে। কনটেইনার পরিবহনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।		
৪.২২	জিআইবিআর ।	সরকারী রেল পরিদর্শক জানান যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জন্য জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে। আগামী নভেম্বর/১৫ এর মধ্যে রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির বিষেয়ে Final Report পেশ করা হবে।	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৪.২৩	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি,বিআর জানান যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা হচ্ছে। আগস্ট/১৫ পূর্বাঞ্চলে মোট ৪৮৯ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২৫৮ টি ও এমজিতে ৬৩ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৫ পূর্বাঞ্চলে মোট ৬০৮ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২৪১ টি এবং এমজিতে ১০৯ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআর গণ কে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিষ্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত যাত্রীগণ সাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে।	(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন অব্যাহত আছে। গত জুলাই/২০১৫ সালে সর্বমোট ৬০ টি খাবার গাড়ি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৪.২৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) জানান যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে ১৪.১০.২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত সকল বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।	সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য তিনি টিকিট বিক্রি বৃদ্ধি, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ রোধ করা, টিকিট চেকিং, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ভূমি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ইত্যাদির বিষয়ে আলোকপাত করেন। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণ রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সহায়তা নিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উপর তিনি জোর দেন।	(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৩) আগামী সমন্বয় সভায় রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।	সভাপতি বলেন যে, প্রায়শ:ই ট্রেনের কর্মচারীদের ইউনিফর্ম অত্যন্ত জীর্ন ও অপরিচ্ছন্ন দেখতে পাওয়া যায় এবং অনেকেই ইউনিফর্ম পরতে আগ্রহ দেখায় না। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		যাতে নির্ধারিত পোশাক/ইউনিফর্ম কর্মক্ষেত্রে পরিধান করেন তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে।	রেলওয়ে। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৭	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।	সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পাদিত কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণ আবশ্যকীয় করা হয়েছে। তদানুসারে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হালনাগাদ করে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর কার্যক্রম মনিটরিং এর সুবিধার্থে প্রতিমাসে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ মাসিক সমন্বয় সভায় রেক্টরের উপস্থিতির বিষয় আলোচনা করা হয়।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ রেক্টর মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন। (২)। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিকে একটি Centre of Excellence হিসেবে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব